তারিখ ... 28 MAR 2009 ...

শিক্ষকেরা গণহারে অনুপস্থিত থাকেন যে কলেজে

হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি ●

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার দেশগাঁও ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী আছেন ৪৩ জন। এর মধ্যে শিক্ষক ৩১ জন। সম্প্রতি জেলা প্রশাসক ওই কলেজ পরিদর্শনে গিয়ে মাত্র চারজন শিক্ষককে পেয়েছেন। কলেজের শিক্ষকেরা সপ্তাহে এক বা দুই দিন কলেজে গিয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে চলে আসেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

২১ মার্চ, শনিবার দুপুর ১২টায় চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক ও কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি আ ক ম সাহিদুর রহমান আকস্মিকভাবে কলেজ পরিদর্শনে যান। শিক্ষকদের হাজিরা খাতায় তিনি মাত্র চারজনের স্বাক্ষর পান। ওই দিন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজহারুল কবির, বাংলার সহযোগী অধ্যাপক আ. মান্নানসহ ২৭ জন শিক্ষক অনুপস্থিত ছিলেন।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, হাজীগঞ্জের ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে দেশগাঁও গ্রামে ১৯৯৪ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ২৮৫ জন এবং ডিগ্রিতে ১২৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। আগামী ১৫ এপ্রিল থেকে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় ৮৮ জন পরিক্ষার্থী অংশ নেবে।

২৩ মার্চ সরেজমিনে দেখা যায়, কলেজের একটি কক্ষে প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের মডেল টেস্ট নেওয়া হচ্ছে। ১২৩ জন ছাত্রছাত্রী একটি কক্ষে পরীক্ষা দিচ্ছে। আর দুজন শিক্ষক হল পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন।

কলেজের গ্রন্থাগারিক নজরুল ইসলাম ও প্রধান করণিক সুনীলচন্দ্র শীল হাজিরা খাতা খুলে দেখান। সেখানে পাঁচজন শিক্ষকের স্বাক্ষর দেখা যায়। তাঁরা বলেন, ডিসি স্যার গণহারে শিক্ষকদের অনুপস্থিত দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

অনুপস্থিত থাকা শিক্ষকদের মধ্যে কথা হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক রফিকুল ইসলাম মোড়লের সঙ্গে। তিনি জানান, গত শনিবার তিনি গ্রামের বাড়ি খুলনায় গেছেন। আগামী এপ্রিলের ১-২ তারিখে কলেজে আসবেন। কলেজ থেকে কোনো ছুটি নিয়েছেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখন কলেজে পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার সময় সব শিক্ষকের কলেজে যাওয়ার দরকার হয় না। স্বাভাবিক নিয়মেই ছুটি হয়ে যায়।

ইসলামি শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক মনিরুজ্জামান ইউসুফ অনুপস্থিত থাকা সম্পর্কে একবার বলেন, প্রত্যেক দিন তিনি কলেজে যান। পরোক্ষণেই বলেন, ছুটিতে আছেন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'আমি কলেজে গেলাম না গেলাম এটা আমার কর্তৃপক্ষ দেখবে। আপনি দেখার কে?' রসায়নের প্রভাষক শাহ্ আলীও অনুপস্থিত থাকা প্রসঙ্গে সঠিক কোনো কারণ বলতে পারেননি।

দেশগাঁও ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজহারুল কবির বলেন, 'আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থ। ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ জন্য গত কয়েক দিন আমি নিয়মিত কলেজে যেতে পারিনি।' জেলা প্রশাসকের কলেজ পরিদর্শন এবং শিক্ষকদের গণ-অনুপস্থিতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, 'পরীক্ষা চলাকালে সব শিক্ষকের দায়িত্ব থাকে না।' তবে একসঙ্গে এত শিক্ষক অনুপস্থিত থাকায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান নেলিম মিয়া বলেন, 'গত শনিবার জেলা প্রশাসক কলেজ পরিদর্শনে গিয়ে চার শিক্ষককে উপস্থিত পেয়েছেন। সোমবার আপনারা সাংবাদিকেরা গিয়ে পেলেন পাঁচজন শিক্ষককে। জেলা প্রশাসকের পরিদর্শনের পরও শিক্ষকেরা কলেজে যাননি।' জেলা প্রশাসক আ ক ম সাহিদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, 'আগামী বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।'